হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর
মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আমার আলো

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ
জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ৬ জুলাই ২০১৭ ॥ ২২ আষাঢ় ১৪২৪ ॥ ১১ শাওয়াল ১৪৩৮ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

কোরআনপাকে আল্লাহতায়ালা অলীগণের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

অলীগণ মারেফতের সাধনায় সফলকাম হয়ে তাঁদের মর্যাদা অনুসারে সৃষ্টি জগতের পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁরা বিভিন্ন মোকামে 'খলিফায়ে রাসূলুল্লাহ' 'ওয়ারেসুল আম্বিয়া' ইত্যাদি পদবী লাভ করেন। বাকাবিল্লাহ ও হালে মোকামে উপনীত অলীগণ প্রত্যেক যুগে কুতুবুল আকতাব, গাউছে জামান, মোজাদ্দেদ ও গাউসুল আযম ইত্যাদি খেতাব লাভ করে, স্রষ্টার পক্ষে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট জগতের নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাণকর্তৃত্ব লাভ করেন। তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন–

'আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন-আল্লাজিনা আমানু ওয়াকানু ইয়াত্তাকুন-লাহুমুল বুশরা, ফিল হায়াতিত দুনিয়া ওয়াফিল আখিরাতি লা তাবদিলা লি কলিমাতিল্লাহি জালিকা হুয়াল ফাউযুল আ'জীম।'

অর্থাৎ, সাবধান! নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবেন। যারা ঈমান এনেছে এবং আত্ম-সংযত হয়েছে। তাদের জন্য সুস-ংবাদ, পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহতায়ালার বাণীর কখনো পরিবর্তন হয় না। এটাই হলো মহা সফলতা।' (সূরা, ইউনুস- আয়াত ৬২-৬৪)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর অলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে, তাঁদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে– যারা অলী তাদের কোন ভয় থাকবে না- এ দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। যারা অলী তাদের না থাকবে কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা, আর না থাকবে কোন উদ্দেশ্য ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহর অলী হলেন সে সমস্ত লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখিরাতেও।

এতে কয়েকটি

২-এর পাতায় দেখুন

মক্কাশরীফ থেকে কুতুববাগে...
'হুজুরকেবলার নূরের তাজাল্লি আমাকে বারবার টানে...'

মোহাম্মদ সাঈফ এইচ আল ইয়ামেনি কুতুববাগী কেবলাজানের মহব্বতের টানে সুদূর মক্কা থেকে ছুটে এসেছিলেন ঢাকায়। মুর্শিদকেবলার ঘনিষ্ট সোহবতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে পরম প্রশান্তি নিয়ে ফিরে গেছেন। কুতুববাগ দরবার শরীফের জাকের ভাইদের সঙ্গে ওইসময় এক গুরুরাত্রি পালন করতে গিয়ে, গত ২৫ আগস্ট ২০১৬ রাতে, তিনি যে অনুভূতি প্রকাশ করেন আরবি ভাষায়, তৎক্ষণিক তা অনুবাদ করা হয় এবং সেই অনূদিত বক্তব্যের রেকর্ড থেকে এই লেখাটি পাঠকদের জন্য পুন:মুদ্রণ করা হলো। অনুবাদ : মোহাম্মদ ইয়াসিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি সুদূর মক্কা থেকে আপনাদের মাঝে এসেছি শুধুমাত্র হুজুর কেবলার মহব্বতে। আজ থেকে সতেরো বছর আগে আরো একবার তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল, তাঁরই একজন আশেক সাবেক এম.পি মরহুম নাসিম ওসমান সাহেবের সঙ্গে। হুজুরকেবলা তখন নারায়ণগঞ্জ, খানকা শরীফে

মোহাম্মদ সাঈফ এইচ আল ইয়ামেনি

অবস্থান করতেন। ওনাকে প্রথম দেখেই তাঁর প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা অনুভব হলো। আর আমার দৃষ্টি যে নূরের জ্যোতি দেখতে পেল এমন জ্যোতি আমার দৃষ্টি কখনো দেখেনি। ঐশ্বরীক নূরে নূরান্বিত একজন কামেল মানুষ দেখলাম। ওনাকে দেখলে আমি শান্তি পাই। তাঁর চেহারা মোবারকের যে নূর, সে নূরের তাজাল্লি আমাকে বারবার টানে তা আমি অনুভব

৩-এর পাতায় দেখুন

গাউছুল আযম বড়পীর
আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর দোয়ার বরকতে

এক ব্যক্তির ব্যবসা বা যানমালের হেফাজত আল্লাহ করেন

বাগদাদের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আবুল মুজাফ্‌ফর এবনে হাসান, শেখ হাম্মাদের নিকট আরজ করল– 'হুজুর, সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীক পণ্য-দ্রব্যসহ কাফেলা প্রস্তুত করেছি আপনি দোয়া করুন, যাতে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারি।' এর প্রতি-উত্তরে শেখ হাম্মাদ (রঃ) বললেন– এই বছর তোমার জন্য এ সফর মঙ্গলজনক নয়, কেননা ভ্রমণকালে ডাকাত দল তোমাকে আক্রমণ করবে ও ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে এবং নিহত হইবা। আবুল মুজাফ্‌ফর একথা শুনে অত্যন্ত চিন্তিত, মর্মাহত হয়ে, অসহায়-নিরুপায় এবং নিরাশ অবস্থায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে থাকেন। পথিমধ্যে তার সাথে বড়পীর ছাহেব হযরত গাউছুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর সাক্ষাৎ হলে, তাঁর কাছে এ অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। ব্যবসায়ীর কথা শুনে হযরত গাউছুল আযম (রঃ) বললেন, তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কর। ইনশাআল্লাহ! তুমি নিরাপদেই বাণিজ্য- সম্ভার নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসবে। হযরত বড়পীর ছাহেব (রঃ)-এর কথায় নিরাশ ব্যবসায়ী আবুল মুজাফ্‌ফর আশ্বস্ত হন এবং তার বাণিজ্যিক পণ্য-সম্ভার নিয়ে বিদেশে গমন করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যবসায় বিপুল পরিমাণ লাভসহ দেশে ফিরবার পথে ছিলেন, এ অবস্থায় বিখ্যাত হাল্‌ব নগরে তিনি একদিন এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি ঝুলি নিয়ে গমন করছিলেন, এমন সময় তার প্রস্রাব-পায়খানার বেগ হলে, তিনি স্বর্ণমুদ্রার ঝুলিটি গোপন এক স্থানে রেখে ঐ প্রয়োজনের তাগিদে গমন করেন। কিন্তু ফেরার সময় মনের ভুলে স্বর্ণমুদ্রার কথা পুরোপুরি

২-এর পাতায় দেখুন

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বিশ্বাসী
ও সত্যবাদীদের অনুপ্রেরণা

কুতুববাগী কেবলাজানের আদর্শে পাই

সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি

যারা তরিকতের নাম কিংবা এ বিষয়ে কোন কথা শুনলে কখনো না বুঝেই হয়তো বিরক্ত প্রকাশ করেন। আবার এমন মানুষও কম নয় যারা ধৈর্য নিয়ে শুনেন এবং অতি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চান, তাদের জন্য বলছি, নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সিলসিলা শুরু হয়েছে দুই-জাহানের বাদশা আকায়ে নামদার সারওয়ারে কায়েনাত মোফাখ্‌খারে মউজুদাদ তাজিদারে মদিনা হযরত আহাম্মদ মোস্তবা মোহাম্মদ মোস্তফা হুজুরে পুরনূর (সঃ) থেকে। আমরা জানি তিনিই শেষ নবী তাই কাল কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৃষ্টির জন্য রাহমাতাল্লিল আলামিন রূপে পৃথিবীতে আর্বিভুত হয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর পবিত্র ওফাতের পর মহান আল্লাহতায়ালা সর্বপ্রথম যাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন তিনি চার খলিফাসহ খোলাফায়ে রাশেদ্বীনদেরও প্রধান আমীরুল মোমেনিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। একেবারে বাল্যকাল থেকেই তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর খুব প্রিয়সঙ্গী ছিলেন। তাঁর খিলাফত বা শাসনকাল ছিলো দুই বছরের কিছু সময় বেশি। এত অল্প সময় শাসন করলেও বাইজান্টানদের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার এবং তাদের জুলুম অন্যায়কে প্রতিহত করার অভিযানে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সফলতা অর্জন করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয়। ইসলাম ধর্মে প্রথম খলিফা হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে হযরত আবু বকরের নাম চিরকাল সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকবে। এবং তিনি ওফাতের (ইন্তেকাল) আগ মুহূর্তেও তাঁর প্রাপ্য ভাতা থেকে সরকারী কোষাগারে কর পরিশোধ করেছিলেন। তিনি বাইতুল

৩-এর পাতায় দেখুন

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বাণী

চারটি বিষয় অর্জন করা তরিকার মূল উদ্দেশ্য

(১) জমিয়ত অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন মনকে একমাত্র আল্লাহর চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা।

(২) হুজুরী অর্থাৎ, আল্লাহকে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান) নাজের (সর্বদর্শী) মনে করবার ক্ষমতা অর্জন করা।

(৩) যজবাত অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে মন প্রতি মুহূর্তে আর্কষিত হওয়া।

(৪) ওয়ারেদাত অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে অসহ্যকর ফয়েজপ্রাপ্ত হওয়া।

সালেক ও মুরিদের জন্য এই চারটি কাজ অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ

(১) নির্জনতা (২) নির্বাক অবস্থা (৩) ক্ষুধা সহ্য করা এবং (৪) অনিদ্রা অভ্যাস করা।

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ
–আল হাদিস

আমার আলো

কোরআনপাকে আল্লাহতায়ালা অলীগণের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিষয় লক্ষণীয়। (১) আল্লাহর অলীগণের উপর ভয় ও শংকা না থাকার অর্থ কী? (২) অলীআল্লাহর সংজ্ঞা ও লক্ষণ কী? (৩) দুনিয়া ও আখেরাতের তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কী?

প্রথম বিষয় 'অলীদের কোন ভয়-শংকা থাকে না' অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাঁরা সম্পূর্ণ ভীতিহীন এবং চিন্তামুক্ত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এশকের আড়ালে অলীগণ আশ্রিত। অলীগণ সব সময় মহান আল্লাহর ধ্যান-খেয়ালে মত্ত থাকেন। তাই দুনিয়াবী কোন চিন্তা-ভাবনা বা লোভ-লালসা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করেছে, সে দুনিয়াবী সকল ভয় হইতে মুক্ত। দুনিয়া ত্যাগ করার অর্থ হলো মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা। যেমন, আল্লামা জালালউদ্দিন রুমী (রঃ) বলেন– 'ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সার নাম দুনিয়া নয়, মহান আল্লাহকে ভুলে যাওয়াই হলো দুনিয়া।' অলীগণ সবসময় আল্লাহর জিকির বা ধ্যানে মশগুল থাকে বিধায়, দুনিয়ার কোন বিষয় তাদেরকে আল্লাহ হতে দূরে সরাতে পারে না। যদিও মুখে কারো সাথে কথা বলেন, কিন্তু তাঁদের অন্তরকরণ জীবিত বিধায়- অন্ত-রকরণের মাধ্যমে সবসময় আল্লাহর খেয়ালে ডুবে থাকেন।

ইন্তেকালের পরেও অলীগণ শংকা ও ভয়মুক্ত। কেননা, অলীগণ মহান আল্লাহর বন্ধু এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত। আর যাঁরা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বাঁন্দা, তাঁদের জামিনদার স্বয়ং আল্লাহ। আখিরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তখন ভয় ও আশংকা থেকে চিরতরে তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। না থাকবে কোন রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশংকা, আর না থাকবে কোন প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ। বরং তাঁদের প্রতি জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী, অনন্ত। এর অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু অলীগণের কোন বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাঁদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। সাধারণ মানুষও যদি জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে অলীদের সাথে অবশ্যই তাঁদের নিয়ামতের কম- বেশি হবে।

মহান আল্লাহতায়ালা অলীদেরকে পরীক্ষা নিয়েছেন। আর অলীগণের নিকট মহান আল্লাহর পরীক্ষা কোন কষ্টের বিষয় নয়। ইহা তাদের নিকট আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে গন্য হয়। বনী ইসরাইলের এক দরবেশ সত্তর বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল ছিল। আল্লাহ সেই যুগের নবীকে বলেন- 'তুমি উক্ত দরবেশকে গিয়ে বল, তোমার এতদিনের ইবাদত বন্দেগী নিষ্ফল হয়েছে। উহা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। নবী দরবেশকে এই সংবাদ দেওয়া মাত্রই তিনি বসা হতে উঠে মনের আনন্দে নাচতে আরম্ভ করলেন। লোকে তাঁহার প্রাণ মাতানো নাচ দেখে বললো, তোমার তো দুঃখ করার কথা। কিন্তু নাচতেছ কেন? দরবেশ বললেন– আমার ইবাদত কবুল হয়নি ঠিক, কিন্তু আল্লহতো আমাকে স্মরণে রেখেছেন। (তথ্যসূত্র: ইসরারুল আউলিয়া)

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহর অলীগণের সংজ্ঞা ও তাঁদের লক্ষণ সংক্রান্ত। আঅলীয়া শব্দটি অলী শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় অলী অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুত্বও হয়। অলী শব্দের অর্থ সহচর, বন্ধু, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী বান্দারাই সাধারণতঃ অলি বলে অভিহিত হন। 'শরহে আকায়েদ' গ্রন্থে হযরত আল্লামা সাদ উদ্দীন তাফতাজনী (রঃ) বলেন– 'অলী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর স্বরূপ ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত থাকেন। যিনি সর্বদা আল্লাহর অনুগত থাকেন এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকেন। যিনি পার্থিব ভোগ-লালসা থেকে আত্ম-সংযমী।'

আল্লাহতায়ালার প্রেমের নৈকট্যর একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ কোন জীবজন্তু এমনকি কোন বস্তু সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোন একটি বস্তুও অস্তিত্ব লাভ করতে পারতো না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব প্রকৃত উপকরণ হলে সেই সংযোগ যা আল্লাহতায়ালার সাথে রয়েছে। যদিও, এই সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এই অশরীরি সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু আউলিয়া শব্দে নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং নৈকট্য প্রেম ও অলীত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা, আল্লাহতায়ালার বিশেষ বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সে নৈকট্যকে মোহাব্বত বা প্রেম বলা হয়। এ মোহব্বত স্তরে স্তরে উন্নীত হয়। এই মোহাব্বতের স্তরে কেউ এতবেশী অগ্রগামী যা অনুবাধন যোগ্য নয়। যাঁরা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদেরকেই বলা হয় অলীআল্লাহ তথা আল্লাহর অলী। যেমন, হাদিসে কুদ্সীতে বর্ণিত হয়েছে–

'অন আবি হুরায়রা রা. ক্বলা ক্বলা রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বলা মান আদালি অলীয়ান ফাকাদ আজানতুহু বিল হারব- মা ইয়াঝালু আবদী ইয়াতাকারবাবু ই ল া য় া বিন্নাওয়াফিলি হাত্তা আহবাবতুহু ফা ইজা আহবাবতুহু ফা কুনতু ছাময়ুহুল্লাজি ইয়াছময়ু বিহী ওয়া বাছারুহুল্লাজি ইয়াবছিরু বিহী ওয়া ইয়াদুহুল্লাতি ইয়াবতিশু বিহা ওয়া রিজলুহুল্লতি ইয়ামশী বিহা।' অর্থাৎ, 'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশাদ করেন– 'আল্লাহতায়ালা বলেন, যে আমার অলীর বিরোধীতা করে, আমি আল্লাহ তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিতেছি। বান্দা যখন নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি। যখন আমি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে। আমি তার চোখ হই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধারণ করে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলাফেরা করে।' (বুখারী শরীফ)

মহান আল্লাহতায়ালার নিকট অলীগণের এতই মর্যাদা যে, যারা অলীর বিরোধীতা করবে, স্বায়ং আল্লাহতায়ালা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আবার অলীগণের হাত- পা কে আল্লাহর নিজের হাত- পা বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা, ফানাফি-ল্লাহ-বাকাবিল্লাহ-তে অলীগণ আল্লাহতায়ালার প্রেমে বিলীন হয়ে যান। তাই আল্লাহতায়ালা যাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন, তাদেরকে যেন আমরা কোনভাবেই কটুক্তি না করি।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পরে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কী?

হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) তাফসীরে মাযহারীতে বলেছেন, উম্মতের মধ্যে এই স্তর রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম-এরই সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহরতায়ালার সাথে সম্পর্কের সেই রূপ, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশ-বিশেষ উম্মতের অলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংসর্গের ফজিলত সাহাবায়ে কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণে তাঁদের বেলয়েতের দরজা, উম্মতের সমস্ত অলী-কুতুব অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে। পরবতী লোকেরা এ ফজিলত এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন, যাঁরা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রঙে রঙিন হতে পেরেছেন এবং তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরণের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাঁদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর জিকিরের আধিক্য ঘটে তখনই তার লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। ১) অলীর সংসর্গ (২) তাঁর আনুগত্য ও (৩) আল্লাহর অধিক জিকির বা স্মরণ।

অলীগণের মর্যাদা মহান আল্লাহর নিকট এতই বেশী যে, তাঁদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন যারা করবে এবং তাঁদের আনুগত্য যারা করবে, তাদেরও কোন ভয় নেই। এক সময় আজমীরে গণ্ডগোল হওয়ায় খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ)-এর এক পীর ভাই ইন্তেকাল করলেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) তার জানাজায় শরীক হলেন। দাফনের পর সকলে চলে গেলেন, কিন্তু হযরত খাজা (রঃ) একাকী তার কবরের পাশে বসে পড়লেন। হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন

বখতিয়ার কাকি (রঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রঃ) বলেন, আমি দেখলাম হঠাৎ করে হযরত খাজার চেহারার রঙ বদলে গেলো এবং একটু পরেই আবার স্বাভাবিক হলো এবং তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠে দাড়ালেন এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, বাইয়াত একটা অদ্ভুত জিনিস । এ কথার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, এ মুর্দাকে দাফন করার পর যখন সকলে চলে গেলো, তখন দেখলাম যে, আযাবের ফেরশতা এসে উপস্থিত হয়েছে। ঠিক তখন হযরত খাজা ওসমান হরুনী (রঃ) ঐ কবরে হাজির হলেন এবং ফেরেশতারা আরজ করলো, হে খাজা ওসমান হরুনী! অবশ্যই এ ব্যক্তি আপনার মুরিদ ছিলো, কিন্তু আপনার তরিকার খেলাফ ছিল। হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) বলেলেন– তা ঠিক, কিন্তু এ ব্যক্তি তার সত্ত্বাকে আমি ফকীরের সত্ত্বার সাথে বিলীন করে দিয়েছিলো, তাই আমি চাই না যে, এ লোক শাস্তি পাক।' তিনি এ কথা বলার সাথে সাথে ফেরশতাদের প্রতি মহান আল্লাহতায়ালার আদেশ হলো, তোমরা ফিরে চলে আস, ওকে আর কিছু বলিও না। আমি আমার বন্ধুর সম্মানে তাকে ক্ষমা করেছি। এ কথা শুনে ফেরেশতারা ফিরে চলে গেলো। (সুত্র: রাহাতিল কুলুব)

আল্লাহতায়ালা পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায় এবং হুজুরপাক পর্যন্ত অলীগণের উসিলায় পৌঁছতে হয়। সাহাবাগণ প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিনা মুবারক হতে সরাসরি নূরে বেলায়েত হাসিল করেছেন। পরবর্তীগণ সাহাবাগণের পবিত্র সিনা হতে, আর আমাদের জন্য অলীগণের সিনা মুবারকই এমন স্বচ্ছ আয়না, যা হতে আলো ধারণ করে তাঁরা গোটা জগতকে আলোকিত করছেন। এ জন্যই প্রদীপের আশ্রয়ে এসে দীপ্তি অর্জন করার জন্য বাইয়াত করা হয়। নবীগণ জাহের ও বাতেন চরিত্রকে ইসলাহ করার জন্য তাশরীপ এনেছেন। নবুয়তের ধারাবাহিকতা শেষ হওয়ার পর জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা দিয়া কামেল পীর-মুর্শিদগণ এসলা করে থাকেন এবং 'তাসকিয়ে নফস'এর মোকামে পৌঁছিয়ে দেন। যেহেতু, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত তরিকা ও বেলায়েত কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার জন্য, কামেল পীর-মুর্শিদগণ এ শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

লোহার মরিচা দূর করার জন্য উত্তাপের প্রয়োজন। এভাবে কলবের মরিচা বা জং দুর করার জন্য প্রয়োজন অলীগণের সোহবত, ইবাদত ও রিয়াজত। কিন্তু অলীগণের সোহবতই অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি করে। অলীগণকে নেক দৃষ্টি মুহূর্তে মানুষের অন্তরাত্মার আমুল পরিবর্তন এনে দেয়। মাওলান রুমী বলেন–

'এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া - বেহ্তর আয ছদ ছালেহ ত-য়াতে বে-রিয়া।' অর্থাৎ, শত বছরের খাঁটি ইবাদতের চেয়ে অলীগণের সাথে কিছুক্ষণ সোহবত অনেক উত্তম।' অন্য কবির ভাষায়–

'নেগাহ্ মরদ মুমিন ছে পালটা জাতিহে তাক্বদিরী।' অর্থাৎ, আল্লাহর অলীদের নেক দৃষ্টিতে তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়।'

একদিন গাউছেপাক (রঃ) জঙ্গল দিয়ে একাকী যাচ্ছিলেন, তাঁর পড়নে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান পরিচ্ছেদ। এক ডাকাত তা ছিনিয়ে নেয়ার বদ খেয়ালে তাঁর জামার আস্তিন ধরলেন, তিনি সাথে সাথে আরজ করলেন– 'মাওলা! সে তো আব্দুল কাদিরের আস্তিন ধরেছে, কিয়ামত পর্যন্ত সে যেন আর না ছুটে। খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রঃ) এক কুমারের ভিটিতে গেলেন, সেখানে মাটি দ্বারা থালা তৈরি করতেছিল। তিনি এসে এর ওপর নজর দিলে অগ্নি তো নূর হয়ে গেলই, উপরন্তু মাটির থালার উপর আল্লাহর নামের নকশা অঙ্কিত হয়ে গেল। কুমার এমতাবস্থায় বিস্মিত হয়ে বললো– হে নকশবন্দের বাদশাহ! আপনি আমার কলবে এমন নকশা এঁকে দিন, যেমনিভাবে লোকেরা আপনাকে নকশবন্দ ডেকে থাকে।

নফস হচ্ছে কুকুর, তার গলায় কোন শায়খের বেল্ট বেঁধে দাও, যাতে পথভ্রষ্ট না হয়। অলীর আনুগত্য হচ্ছে নফসের বেল্ট, তাঁর প্রদত্ত শাজারা হচ্ছে নফসের জিঞ্জির, যেটির প্রথম কড়া নফসের গলায় আর শেষ কড়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পবিত্র হাতে। এই বেল্ট এবং শিকল বাঁধা থাকলে নফস কখনো গুমরাহ হবে না ইনশাল্লাহ্। তাই আ'লা হযরত (রঃ) এরশাদ করেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মহান দরবারে কুত্তার সাথেই আমার সম্পর্ক, আমার গলায় আপনার দরবারের বেল্ট লাগানো, কিয়ামতেও যেন এই বেল্ট থাকে, কেননা এই বেল্ট লাগানো গোলামের কোন ভয় নেই।

(সূত্র: শানে হাবিবুর রহমান- মুফতি আহমদ ইয়ার খান নইমী রঃ)

দুনিয়ায় একজন মুসাফিরের জন্য যেমন রাহবার বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়, ভিনদেশে রাহবার ব্যতিরেকে চলা সম্ভব নয়। তদ্রুপ আখেরাতের মুসাফিরের জন্যও রাহবারে তরিকত প্রয়োজন। নতুবা রাস্তা থেকেও শুধু রাস্তাতেই উদাসীনভাবে ঘুরবে। তাই মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন- 'ভালোভাবে পীর ধর, কেননা পীর ব্যতিরেকে এই সফর ভয়ভীতিপূর্ণ এবং বিপদ সঙ্কুল। আর পীর ধরার পর তুমি তাঁর নিকট নিজেকে সোপর্দ করে দাও। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর মত খিজির আলাইহিস সালাম-এর হুকুমের অধীনে চল। যদিওবা খিজির আলাইহিস সালাম-এর মত নৌকাকে ভেঙ্গে ফেলে, তুমি আওয়াজ করো না। বেগুনাহ শিশুকে কতল করে ফেললেও তুমি নড়াচড়া করো না।

দুনিয়ায় মানুষ অর্জন করার জন্যই এসেছে। ঈমান এবং আমলই হচ্ছে তার অর্জিত সম্পদ। যেটিকে আখেরাতে পাঠাতে হবে। পথে নফস এবং শয়তান ডাকাতি করে থাকে। অতএব, ঈমান ও আমলের এই মূল্যবান সম্পদ কারো নিরাপত্তায় থাকা বাঞ্ছনীয়। আর এই নিরাপত্তা বিধানকারীগণের জামায়াত হচ্ছে আউলিয়া কেরাম। বীমা কোম্পানীর জিম্মায় মাল হেফাজত থাকে আর তরিকতের মাশায়েখগণের নেক দৃষ্টিতে ঈমানের সম্পদ মাহফুজ থাকবে।

ইঞ্জিন এটা দেখে না যে, তার পেছনে তৃতীয় শ্রেণীর বগী রয়েছে, না দ্বিতীয় শ্রেণীর, না ইন্টার, না মাল গাড়ী; সে তা তার শক্তি অনুযায়ী সবকিছুই টেনে নিয়ে যাবে, শুধু শর্ত এই যে, তার সাথে কঠিন শিকলে আবদ্ধ থাকতে হবে। ইসলাম হচ্ছে রেল লাইনের মত, বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমান মূলতঃ বিভিন্ন বগী, অলীগণ হচ্ছেন এর শক্ত শিকল, আর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সবার রাহবার। যদি এই সিলসিলা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তবে অবশ্যই আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাব, নতুবা পৌঁছাতে পারবো না।

(সুত্রঃ শানে হাবিবুর রহমান- মুফতি আহমদ ইয়ার খান নইমী রঃ)

এক ব্যক্তির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভুলে গেলেন। এরপর রাতে নিজের তাঁবুতে এসে যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েন, তিনি ঘুমের মধ্যে এল্কা বা স্বপ্নে দেখেন যে, একটি ডাকাত দল তার সর্বস্ব লুট করছে এবং এক ডাকাত তাকে সুতীক্ষ্ম ছোরা দিয়ে হত্যা করেছে। এ অবস্থায় তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন। তার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তিনি দেখেন তার গলদেশ শক্ত হয়েছে, আর তখনই ঐ স্বর্ণ মুদ্রার কথা স্মরণ হলো। তিনি দ্রুত সে স্থানে ফিরে আসেন এবং সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় ঝুলিটি তার হাতে আসে। এরপর ঐ ব্যবসায়ী দ্রুতবেগে ভ্রমণ করে বাগদাদে উপস্থিত হন। তিনি প্রথমতঃ শেখ হাম্মাদ (রঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট কর্তৃজ্ঞতা প্রকাশের কথা চিন্তা করেন। পরক্ষণেই ভাবেন যে, হযরত গাউছুল আযম (রঃ)-এর নিকটই তার সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা, তার দোয়ার বরকতেই তিনি নিরাপদে বহু বাণিজ্য- সম্ভার নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কার নিকট সর্বপ্রথম যাবেন, এ সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে অবশেষে কারো নিকট গমন করলেন না। এ অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হল। একদিন ঘটনাক্রমে শেখ হাম্মাদ (রঃ)-এর সাথে ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হলে, শেখ হাম্মাদ (রঃ) বললেন, আবুল মুজাফ্ফর তুমি অতি অকৃতজ্ঞ, হযরত গাউছুল আযম (রঃ)-এর দোয়ার বরকতে তুমি বিপদমুক্ত রয়েছো, অথচ এ পর্যন্ত তুমি তাঁর দরবারে গমন করে কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত প্রকাশ করলে না! তুমি জান-মাল সর্বস্ব থেকে বঞ্চিত হতে, কিন্তু হযরত গাউছুল আযম (রঃ) তোমার জন্যে ৭০ বার প্রার্থনা করেছেন, আর তারই ফল স্বরূপ তোমার মহাবিপদ বাস্তবে না ঘটে স্বপ্নে ঘটেছে। আল্লাহর অসীম রহমতে তোমার জান-মাল রক্ষা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র: হযরত গাউছুল আযম (রঃ)এর অমর বাণী

কুতুববাগী কেবলাজানের আদর্শে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাল নামক সরকারি কোষাগারের প্রতিষ্ঠাতা যা আজও বিদ্যমান। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সর্বকালেই বিশ্বাসী ও সত্যবাদীদের অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন, থাকবেন। ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, রাসুল (সঃ)-এর সবচেয়ে কাছের বন্ধু ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে যাঁর পরিচিতি সর্বাধিক তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। আইয়ামে জাহিলিয়াত যুগের অন্ধকার পৃথিবীতে এক শ্রেষ্ঠ নূরের প্রদীপ মহানবী রাসুল (সঃ) এর পবিত্র জন্ম। এর দুই বছর তিনমাস পরেই জন্মগ্রহণ করেন আমীরুল মোমেনিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। বিশ্ববাসীর কাছে রাসুল (সঃ) এর দেওয়া উপাধি 'সিদ্দিকে আকবর', 'আবু বকর' সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিতি বেশী হলেও, অনেকের কাছেই হয়ত অজ্ঞাত তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ'। আবু বকর (রাঃ) পিতামাতার অত্যান্ত স্নেহভাজন সন্তান ছিলেন। সদ্ব্যবহার, অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণ-মাধুর্য, ব্যবসায়ীক সততা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার জন্য সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতি বজায় ছিল। তিনি যে সুখ্যাতি লাভ করেন, তা তাঁর ব্যবসায়ীক পিতা হযরত কোহাফের খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছিল। কুরাইশ সর্দারগণ পর্যন্ত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে সম্মানের চোখে দেখতেন। এবং যেকোন গোত্রীয় ও সামাজিক কার্যকলাপে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর উপস্থিতি অপরিহার্য বলে গণ্য হতো। সেই জাহেলিয়াত যুগে সকলেই কম বেশী পাপাচারে লিপ্ত থাকলেও, আল্লাহতায়ালার বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত যেসব পুণ্যাত্মা ঐসব পাপাচারকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁদের অন্যতম। একই বংশ ও প্রতিবেশী হিসেবে নবুয়্যতের বহু আগে থেকেই রাসুল (সঃ)-এর সঙ্গে, তাঁর মধুরমত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁদের বন্ধুত্ব এত গভীর ছিল যে, ব্যবসার বা অন্য কোন কাজে মক্কার বাইরে গেলেও তারা একসঙ্গে যেতেন। আল্লাহতায়ালা যেন মানিকজোড় করেই পাঠিয়েছেন দুজনকে! রাসুল (সঃ)-এর দ্বারা প্রবর্তিত নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রথম খেলাফত হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে শুরু হয়ে, বর্তমানে ছত্রিশতম (৩৬) খেলাফতপ্রাপ্ত হলেন এ জামানার মোজাদ্দিদ লক্ষ-কোটি আশেকান-জাকেরানের দিশারী খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। এতে কোনপ্রকার দ্বিধার অবকাশ নাই। কেবলাজান প্রায়শ বলেন– 'বাবারা, একা আর বোকা সমান।' এ বেদবাক্য প্রথম যেদিন শুনলাম সেদিন থেকেই সত্যতা প্রমাণ পেয়ে আসছি, আসলে তো তাই! মনের ভাব প্রকাশের জন্যেও কাউকে লাগে, যে কিছুটা হলেও বুঝবেন তাঁর ইচ্ছা বা অনুভূতি। কেবলাজানের অমূল্য এ উক্তির গুরুত্ব অনুভব করলেই বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহতায়ালঅ আখেরী নবীর মতো জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ববান করে আর কাউকে না পাঠালেও, অন্তত তাঁকে বোঝা ও নি:স্বার্থ ভালোবাসার একজন করে হযরত আবু বকরকে পাঠিয়েছেন। এবং তাও ঠিক একই সময়ে যাতে করে দুজন এক সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারেন, এবং একে অন্যের সকল স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়ে কাল কিয়ামত পর্যন্ত, আল্লাহর আইন ও রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর সত্য তরিকা চলমান থকে। মহান আল্লাহর কাজ ও পরিকল্পনায় কোনোই ভুল নাই।

ইসলামের আগমনের শুরুতেই আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেন– 'আমি যার কাছেই ইসলাম পেশ করেছি, সে-ই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নিজে নিজে বিবেচনা করেছে, একটু চিন্তিত হয়েছে কিংবা আমার নবুয়াতের প্রমাণ চেয়েছে। কিন্তু আবু বকরকে ইসলাম পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নি:সংকোচে ইসলাম গ্রহণ করেছে।' ইসলাম গ্রহণ করে তিনি দাওয়াতি কাজে নেমে পড়েন। তাঁর দাওয়াতে একে একে হযরত উসমান (রাঃ), হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-সহ আরো বিখ্যাত অনেক সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় মক্কার নাজুক পরিস্থিতির মধ্যেও ঈমানের ঘোষণা দিয়ে তিনি প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতেন এবং পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন। ঈমান এনে মুশরিকদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হওয়া গোলামদের মুক্ত করার জন্য তাঁর অর্থ-সম্পদ অঢেল খচর করতেন। কিন্তু তাঁর পিতা হযরত কোহাফা এ কাজ মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন– 'এ সমস্ত মামুলী গোলাম কিনে কিনে টাকা পয়সা নষ্ট করে কী লাভ?' উত্তরে হযরত আবু বকর বলতেন– 'আব্বাজান! এই ব্যবসার লাভ

> সততা একটি আমানতস্বরূপ আর মিথ্যা তার খিয়ানত। ইনশাআল্লহ ! আপনাদের মধ্যে দুর্বলজন আমার কাছে সবল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার ন্যায্য অধিকার তাকে প্রদান করতে না পারি। আর আপনাদের স্ববলও আমার কাছে দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে অপরের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে না পারি। হে জনসাধারণ! জেহাদকে অবহেলা করবেনা।

আপনার বোধগম্য হবে না।'

মিরাজের ঘটনা শুনে তখন অনেকে তা অবিশ্বাস করল। কাফেররা হাসি-তামাশা করতো। মিরাজের কথা রাসুল (সঃ)-এর মুখে শোনার আগেই রাস্তায় আবু জেহেল মিরাজ নিয়ে ব্যঙ্গ করছিল, তখন আবু বকর (রাঃ) শুনে বললেন– 'যদি রাসুলুল্লাহ (সঃ) এমনটা বলে থাকেন তবে তিনি সত্য বলেছেন। আমি তাঁর কথার প্রতিটি অক্ষরের সত্যতা স্বীকার করি। শুধু তাই নয় এর চেয়েও দূরের কোন পথ অতিক্রম করা আর আসমানি সংবাদ আসার সত্যতা আমি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি।' এ খবর শুনে রাসুল (সঃ) আবু বকরকে 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করেন। মক্কার মুসলিমরা যখন দলে দলে হিজরত করছিলেন তখন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসুল (সঃ) এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন। রাসুল (সঃ) তাকে বললেন– 'তুমি তাড়াহুড়া করো না। আল্লাহ হয়তো তোমার জন্য একজন সহযাত্রী জুটিয়ে দিবেন।' একথা শুনে আবু বকর ভাবলেন, রাসুল (সঃ) হয়তো নিজের কথাই বলেছেন। তাই তিনি দুইটা উট কিনে যত্ন সহকারে লালনপালন করতে থাকেন যাতে হিজরতের সময় কাজে লাগে। উম্মুল মুনিনীন মা আয়শা (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে পাওয় যায় একদিন রাসুল (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়িতে আসেন এবং এসে জানালেন, তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন– 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি কি সঙ্গে যেতে পারব?' রাসুল (সঃ) বললেন– 'হ্যাঁ যেতে পারবে।' হযরত মা আয়শা বলেন– 'সেদিনের আগে আমি জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যে এত কাঁদতে পারে। আমি আমার পিতাকে সেদিন কাঁদতে দেখেছি।' রাসুল (সঃ) মদিনার পথে যাত্রা করলেন। সঙ্গী আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)।

হযরত উমার (রাঃ) এর আমলে একবার এক মাজলিশে আলোচনা হচ্ছিল কে সেরা, আবু বকর (রাঃ) নাকি উমার (রাঃ)? উমার (রাঃ) বলেছিলেন– 'যদি আমার সারা জীবনের নেকআমল আবু বকর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর সঙ্গে কাটানোর এক মুহূর্ত সমান হতো তাহলে কতই যে ভালো হতো।' রাসুল (সঃ) এর প্রতি আবু বকরের ভালোবাসা পৃথিবীর সকল ভালোবাসাকেই যেন হার মানায়। ওফাতের পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত করেন। খলিফা হিসেবে তার প্রথম ভাষণে তিনি বলেন– হে জনমন্ডলী! আমাকে আপনাদের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম নই। যা-ই হোক, আমি ভালো কাজ করলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। আর অন্যায় পথ অবলম্বন করলে আপনারা আমাকে সংশোধন করে দিবেন। মনে রাখবেন, সততা একটি আমানতস্বরূপ আর মিথ্যা তার খিয়ানত। ইনশাআল্লহ ! আপনাদের মধ্যে দুর্বলজন আমার কাছে সবল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার ন্যায্য অধিকার তাকে প্রদান করতে না পারি। আর আপনাদের স্ববলও আমার কাছে দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে অপরের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে না পারি। হে জনসাধারণ! জেহাদকে অবহেলা করবেনা। (মূলত: এ জিহাদ হলো নিজের নফসের সঙ্গে আপোষ না করা), আল্লাহর জন্য জেহাদ থেকে যে জাতি বিরত থাকে, আল্লাহপাক সেই জাতিকে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে দেন। এবং তাদের ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটে। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর শাসনকালে কিছু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকার করে, এবং আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর কাছে বিভিন্ন অজুহাত আর দাবী-দাওয়া পেশ করল। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন– 'দুনিয়ার বুকে এমন ক্ষমতা কারো নেই যে, ইসলামের আহকামের এক ধূলিকণা পরিমাণও পরিবর্তন- পরিবর্ধন করতে পারে। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বহু ধন সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছিলেন।

আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আল্লাহর এমন একজন বান্দা, যিনি দুনিয়ায় থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। তাঁর সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানও ছিল অপরিসীম, যে জ্ঞানের দ্বারা খুব সহজেই বুঝতে পারতেন মহানবী (সঃ)-এর সমস্ত কথা বা ইশারা-ইঙ্গিত। তাক্বওয়া আর ঈমানের মাপকাটিতে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন অনন্য। আবার সেই মানুষই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ছিলেন বজ্রকঠোর। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সরাসরি উত্তরসূরি হওয়ার কারণে তাঁকে 'খলিফাতুর রাসুল' বলা হয়। এবং তাঁর পবিত্র হাত ধরেই নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার চির শান্তির নিশান জাগ্রত হয়ে আছে, আখেরাত পর্যন্ত জাগ্রতই থাকবে।

আজ আমরা যারা এই মহান তরিকতের বাইয়াত গ্রহণ করতে পেরেছি, তারা নি:সন্দেহে অতি ভাগ্যবান। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে তরিকার আমল ও মুর্শিদের আদেশ অনুসরণ করে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করার তাওফিক দান করেন, আমিন।

কুতুববাগী কেবলাজানের উছিলায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

থেকে সেই আওয়াজ কানে শুনি– 'নামাজের সময় হয়েছে নামাজ আদায় কর।' মুর্শিদ কেবলাজানকে বললাম এ কথা। সব শুনে বললেন– 'আল্লাহতায়ালাই তোমার মনের ভিতর থেকে এই কথা বলাচ্ছেন।' আমি যতই ভাবি ততই মন ভরে ওঠে শুকরিয়ায়। এই ভেবে যে, আল্লাহপাক এ অধমকে এতবড় নিয়ামত দান করলেন তাঁর অলী-বন্ধুর উছিলায়। এ নিয়ামতের শুকরিয়া শেষ করা যায় না। আল্লাহপাকের এই নিয়ামতের কাছে পার্থিব সকল কিছুই তুচ্ছ। আল্লাহপাকের কাছে তাঁর অলীগণ অত্যন্ত প্রিয়। তাঁদের উছিলা নিয়ে শুদ্ধ নিয়তে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে, আল্লাহ তা না দিয়ে পারেন না। আল্লাহপাক অসীম দয়ালু। নইলে আল্লাহ দুনিয়াতে তাঁর অলীদের পাঠাতেন না। আমার মত পাপী গুনাহগারের হেদায়াতের জন্য। আল্লাহর অলীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সত্য পথ দেখাতে এসেছেন এবং আসতে থাকবেন। এই পথ আল্লাহ মুখী হওয়ার পথ। একজন পথ প্রদর্শক ছাড়া সেই পথে কেউ একা একা আসতে পারবে না। কিছু লোক বুঝে বা না বুঝে আল্লাহর অলীদের বিরোধীতা করেন। করুক তাতে কিছুই যায় আসে না। কেবলাজান বলেন, 'তরিকা হলো হযরত নূহ (আঃ) এর কিস্তির মতো।' যারা এখনো তরিকতে আসেননি তাদেরকে বলি ভাই ও বোনেরা, আসুন একবার। এসে দেখুন আপনার জন্য আল্লাহপাকের কত নিয়ামত অপেক্ষা করছে, যা আমরা জানি না বা জানতাম না। লেখার ভাষায় এর চেয়ে বেশি ব্যক্ত করা গেল না। আল্লাহ চাইলে এই সামান্য লেখায় হয়তো অনেকের মনকে নাড়া দিবে। খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হবে। আল্লাহপাক সবাইকে কবুল করুন, আমীন।

অন্তর পবিত্র করলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী। এভাবে অনেকের সঙ্গেই আলাপ করে বুঝেছি, প্রতিটি আশেকান-জাকেরান ভাই-বোনের অন্তরই যেন, মুর্শিদ প্রেমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। অন্য এক জাকের ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনি কোন এলাকা থেকে এসেছেন? তিনি বললেন, আমরা দিনাজপুর থেকে এসেছি, শুধু মুর্শিদের পবিত্র চেহারা মোবারক দেখা আর তাঁর পবিত্র দিলের থেকে নিজের অপবিত্র দিলে তাওয়াজ্জোহ্ পাওয়ার আশায়।

মক্কাশরীফ থেকে কুতুববাগে...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করতে পারি। এবং তাছাব্বুরে শায়েখ অর্থাৎ তাঁর চেহারা মোবারকের ধ্যান করি। মক্কা শরীফ থেকে ঢাকা বেশ দূরের পথ। সব সময় আসা সম্ভব না। যারা আসছেন তারা অবশ্যই অনেক সৌভাগ্যবান। আপনারা সব সময় আসবেন এবং তাঁর নির্দেশনা-হুকুম মেনে চলবেন, তাঁর হুকুম মানলেই নবীজির (সঃ)এর হুকুম মানা হবে। এবং আল্লাহ্ সুবহানুতায়ালার পথে চলতে পারবেন। তিনি কামেল-মোকাম্মেল। আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালার খাস-বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই আমি তাঁর ভালোবাসি। উনিও আমাকে অতি ভালোবাসেন। তাঁর সান্নিধ্যে আসলে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি আপনাদের ঈমান শক্ত হবে। আপনাদের কোন ভয় নাই। আপনারা জান্নাতি হবেন। নামাজ কায়েম করবেন, নামাজ আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালার কাজ। আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালা জ্বীন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর জন্য। আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের জন্য রিজিকদাতা। তিনিই সবকিছুর অধিকারী। আমরা যে নিদ্রা যাই আবার জেগে উঠি, এ সবকিছুই আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালার হুকুমে হয়ে থাকে। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এবং তিনিই সমস্ত কিছুর মালিক। সবাইকে একদিন কবরের দেশে যেতে হবে এ কথা যেন আমরা কেউ কখনো না ভুলি। আমাদের সঙ্গে দুইজন ফেরেশতা 'কেরাবিন-কাতেবিন' আছেন, তারাই সমস্ত আমলের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। কিয়ামতের দিন যার উছিলায় পুলসিরাত পার হবেন সে বিষয়ে আপনাদের ভাবতে হবে। জামানার কামেলপীর, মাশায়েখদের ছোহবত লাভ করতে হবে, এ কথা পবিত্র কোরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে– আপনারা সন্ধান করুন। আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালাই সমস্ত ইবাদত ও ভালো-মন্দের মালিক এবং তিনিই সঠিক বিচারক-সবজান্তা। তাঁকে আমাদের ভালোবাসতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করতে বলেছেন। জমানার কামেলপীর- মাশায়েখ-ওস্তাদদের দিক-নির্দেশনা নিয়ে পথ চলতে হবে, তবেই আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালাই মুক্তির পথ ফায়সালা করে দিবেন।

আল্লাহর জন্য কার অন্তরে কতটুকু মহব্বত আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালাই ভালো জানেন। জামানায় নবী-রাসুল থেকে শুরু করে বর্তমানে পীর-মাশায়েখদের অনুসরণ করেই আমাদেরকে পথ চলতে হবে। আলিমুল গাইবের মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষের অন্তর বা কলবের ভিতরেই আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালা থাকেন। সেখানে ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহ সোবহানুতায়ালাকে খুব গভীরভাবে সন্ধান করতে হবে। সন্ধান করলে তাঁর পাওয়া যায় এবং শুধু মুত্তাকিনকেই আল্লাহ ভালোবাসেন। আমরা যদি আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পীর-মাশায়েখদের পথে চলি, তবে এর পুরস্কার হিসাবে আমাদেরকে জান্নত দান করবেন এবং জান্নাতে সত্তরটি হুর এবং সত্তরটি গেলমান দিবেন। মুত্তাকিনদেরকে আল্লাহতায়ালা বিদ্যুৎ চমকের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন।

মুত্তাকিন হতে গেলে সাধনার দরকার হবে এবং সে সাধনা একা একা হবে না, কামেল ওস্তাদের দীক্ষা নিতে হবে। যাদের কানে আল্লাহ সোবহানুতায়ালার আদেশ-নিষেধ পৌঁছায় তারাই জান্নাতে যেতে পারবেন। এ সময়ে যদি কামেলপীর-মাশায়েখদের হুকুমের বাইরে কিছু করেন, সত্যি

> মুত্তাকিন হতে গেলে সাধনার দরকার হবে এবং সে সাধনা একা একা হবে না, কামেল ওস্তাদের দীক্ষা নিতে হবে। যাদের কানে আল্লাহ সোবহানুতায়ালার আদেশ-নিষেধ পৌঁছায় তারাই জান্নাতে যেতে পারবেন। এ সময়ে যদি কামেলপীর-মাশায়েখদের হুকুমের বাইরে কিছু করেন, সত্যি বলছি, তবে আল্লাহর দিদার থেকে বঞ্চিত হবেন

বলছি, তবে আল্লাহর দিদার থেকে বঞ্চিত হবেন। আল্লাহ সোবহানুতায়ালা যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে উজ্জল তারকার মত রাখেন এবং আমাদের অন্তর নবী-রাসুল ও কামেলপীর মাশায়েখদের অন্তরের সাথে মিশিয়ে পবিত্র করে দেন। আল্লাহতায়ালা যেন এই দরবার শরীফকে কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করেন। আমরা যারা আজ এই পবিত্র দরবার শরীফের জাকের মজলিসে উপস্থিত হতে পেরেছি, সবাইকে যেন আল্লাহ কবুল করেন। আমাকে-আপনাকে যেন হেদায়েত দান করেন। আমরা যেন কেউ কারো প্রতি জুলুম না করি। কেউ মদ-শরাব পান না করি। জিনা না করি। আমাদের স্ত্রী ও সন্তনদের যেন কবুল করেন। যেন অন্তরে সর্বদা থাকেন, সমস্ত আমল যেন কবুল করেন। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান ভাই-বোনদের যেন হেদায়েত দান করেন। এবং এ পবিত্র দরবারে জাকের মজলিসের সবাইকে যেন একই রশি দ্বারা বেঁধে দেন। আমরা যেন দ্বীন-ইসলামের খেদমত করতে পারি এবং এ খেদমত যেন রাসুল (সঃ)এর খেদমতের সাথে কবুল করেন। আমরা যেন আল্লাহ এবং রাসুল (সঃ)কে ভুলে না যাই। এবং অন্তর থেকে রাসুল (সঃ)কে ভালোবাসি। কামেলপীর-মাশায়েখদের ভালোবাসি। আমরা যেন কোরআন ও সহি হাদিসের অনুসরণ করি। আমাদের অন্তরের নিয়ত যেন হয় একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। এর মাধ্যমেই আমাদের ওপর রহমত দান করবেন। আল্লাহতায়ালা সমস্ত নিয়ামত দান করেছেন এর জন্য আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আর যারা অসুস্থ আছেন তাদের সুস্থতা দানের জন্য দোয়া করি।

হুজুরকেবলা আমাদের যে আমল শিক্ষা দিচ্ছেন তা যেন পালন করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সুরা ফাতিহার কথা অনুযায়ী ইহ্দ্বীনাস ছিরাত্বয়াল মুস্তাকিমের পথে চলার তাউফিক দান করেন। আল্লাহতায়ালা আয়তুল কুরসী আয়াত নাজিল করে বলেছেন, সমস্ত পাওয়ার বা শক্তি একমাত্র তাঁর। আমরা ইসলামের যে সূফীবাদের মধ্যে প্রবেশ করেছি, কোন শয়তান যেন আমাদেরকে সেখান থেকে বের করতে না পারে। আর আল্লাহতায়ালা যাকে হেদায়েত করেন, সে ব্যতীত অন্য কেউ হেদায়েত হতে পারে না। আমি এ মজলিসের সবাইকে খুব ভালোবাসি, আপনারাও আমাকে ভালোবাসবেন এবং আমাকে ভুলবেন না। আমিও আপনাদেরকে ভুলবো না। দ্বীন ইসলাম ও সূফীবাদের আলো যেন আরো উজ্জলভাবে জ্বলে এবং সবার অন্তরাত্মা যেন প্রশান্তি লাভ করে। আপনারা সর্বদা জিকির করবেন। ধ্যানের মাধ্যমে তাছাব্বুরে শায়েখ লাভ করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর কিতাব ও রাসুল (সঃ)কে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন একমাত্র লিল্লাহ হিসাবে। এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য। সারা পৃথিবীতে যত বড় বড় পীরে কামেল আছেন, তাঁদের কথা মত যেন আমরা চলতে পারি, সে জন্য আল্লাহর কাছে দয়া চাই। অলি-আউলিয়াগণ শুধু আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতেই কাটিয়ে থাকেন। তাঁদের দুনিয়া এবং আখেরাতে কোন ভয় নাই এবং তাঁরা চিন্তাযুক্তও হবেন না। আল্লাহ কামেল অলীদের দোয়া কবুল করেন। যাদের অন্তর আল্লাহর অলীদের সাথে মিশে গেছে আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন। জুমার রাত অনেক বরকতপূর্ণ রাত। এ রাতে যেন আমাদের সবাইকে কবুল করে নেন। আল্লাহ যেন সবাইকে হেদায়েত দান করেন এবং হুজুরকেবলার উছিলায় আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমরা যেন কাল হাশরের দিন এক সঙ্গে থাকতে পারি, আমিন।

যেখানে উত্তম কিছু পাওয়া যায়

শরিফুল আলম শরিফ

আমার এ লেখার মাধ্যমে একটি বাস্তব বিষয় নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছি। আমাদের চারপাশে তাকালেই দেখতে পাই কিংবা শুনতেও পাই অনেক ঘটনা। কিন্তু সে ঘটনার বিবরণ দিতে গেলে সাবধানে বা অসাবধানে কখনো কিছুটা উল্টোও হয়ে যায়। এর কারণ যে কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের নেতিবাচক চিন্তা-চেতনা। আর এই ঘবমধঃরাব ধারণার তৈরি হয় অবিশ্বাস বা অনিহা থেকে। কিন্তু সদ্য ভূমিষ্ট নবজাতক যখন কেঁদে জানান দেয় তার আগমন বার্তা তখনই তাকে কোলে নিয়ে, প্রসূতির সেবাকারীরা অতি আদরে বলে থাকেন, 'না, কাঁদে না, কাঁদে না, এরপর থেকে এই যে 'না' সূচক শব্দটিই সে বেশি শুনতে পায়! তাহলে দেখা যায় যে, 'না' এর বীজ বপন হয়েছে জন্মের শুরুতেই। লোকজন শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর বা খেলার ছলে বিভিন্ন বাক্যের শেষে 'না' শব্দটিই অধিক উচ্চারিত হয়ে থকে। অর্থ্যাৎ, দুনিয়ার প্রথম 'না' শব্দটি শুনে জীবনের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। প্রতিটি ধাপে ধাপে তাকে 'না' বোধক শব্দ বার বার শুনতে পায়। যেমন, 'এটা ধরো না, ওটা খেও না, বাইরে যেও না, এ কাজ করো না, এরকম হাজারো 'না' বোধক শব্দ শুনতে শুনতে শিশু থেকে একদিন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠেন। আর উপদেশগুলো যারা দেন তারা তো বাবা-মা ও কাছের আপনজন, তাদের সন্তানের মঙ্গলের জন্যই বিভিন্ন নিষেধ বাক্যের শেষে 'না' শব্দটি যুক্ত করেন। কিন্তু পৃথিবীতে বহুসংখ্যক মানুষ শুধু এই 'না' এর কারণেই চরম আস্থাহীনতায় ভোগেন। বাংলায় যেটা 'না' ইংরেজিতে সেটা 'ঘড়ু এবার যদি কে উল্টো করে লিখি তাহলে হয় ঙহ এই ঙহ শব্দ দিয়ে পৃথিবীর অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা নিজের ব্যক্তি-জীবন ও পারিবারি, সামাজিকসহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উত্তর উত্তর উন্নতি সাধন করেছেন। আমাদের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু এই জামানার মোজাদ্দেদ গাউসুল আজম খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলা ও কাবার মহতী শিক্ষাই হচ্ছে, Think positive, talk positive and work positive. তাই আমাদের সবারই উচিৎ 'না' বোধক শব্দের অহংকারকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে 'হ্যাঁ' বোধক শব্দের প্রতি মনযোগী হওয়া।

তবেই জীবনে অনাবিল শান্তির সুবাতাস আসবে। মুর্শিদকেবলা কুতুববাগীর কাছে কিছু উত্তম সব ধরণের শিক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের মতো অগনিত মানুষ সে শিক্ষা ও দীক্ষা নিতে প্রতিনিয়ত ভীড় জমান দরবার শরীফে। তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক দীক্ষা-শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কুতুববাগ দরবার শরীফ।

অন্তর পবিত্র করলে অন্ধকার দূর হয় চোখে আল্লাহতায়ালাকে দেখার আলো

এইচ মোবারক

অন্তর পবিত্র করো, নিজেকে এবাদতে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করো, পাড়া প্রতিবেশির হক আদায় করো, রোজা পালন করার চেষ্টা করো। শুধু শরিয়তি শিক্ষা অর্জন করে নিজেকে পুর্ণাঙ্গ শিক্ষিত করা সম্ভব নয়, শরিয়তের সাথে সাথে মারেফতের শিক্ষাও নিতে হবে। মারেফত হচ্ছে অতি গোপনেরও গোপন। এখন প্রশ্ন, গোপনের আবার গোপন কী? আমরা যাহা দেখি নাই এবং চিনিওনা মূলত তাহাই গোপন। মারেফত হচ্ছে আপন মুর্শিদের উছিলার মাধ্যমে নিজ দেহের মোকাম মঞ্জিলে যাওয়া। যাহা আমি অতীতে দেখি নাই, জানিও না। আর এই অদেখা, অজানা বিষয়টি সুন্দরভাবে চেনা-জানার মাধ্যমে আল্লাহতায়া'লা তথা দয়াল নবীজিকে চেনা ও বোঝার নামই হলো প্রকৃত মারেফত। তবে আগে অবশ্যই নিজের অন্তরাত্মাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করাতে হবে।

আজ আপনাদের একটা কথা বলে যাচ্ছি, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত এ সকলকিছুই একত্রে পাওয়া সম্ভব সূফীবাদের শিক্ষার মধ্যে। গত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমায় খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান, তাঁর দিক-নির্দেশনা ও মহামূল্যবান নছিহত পেশ করতে গিয়ে, তিনি আরো বলেন– যারা হুজুরি দিলে সালাত কায়েম করতে চান, যাকাত আদায় করতে চান এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দয়াল নবীজির সত্য তরিকার দাওয়াত প্রচার করেন। তারা আল্লাহতায়ালার নিকট অতি প্রিয়। পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেন– 'আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা-খাওফুন, আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন'। অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধু-অলি-আউলিয়াগণের কোন ভয় নেই এবং তারা কোন কারণে দুঃখিত হবেন না। আর যারা বলেন, কোরআনে কোথাও পীর নাই। তাদেরকে বলি, আপনারা কোরআনে কোথাও নামাজ পাইছেননি? পান নাই, কোরআনে বিরাশি স্থানে আছে সালাত। সালাত। আর সারাজীবন নামাজ খুঁজলে, পাইবেন না। তাই পীর হইলো ফার্সী শব্দ, কোরআনে আছে, মুর্শিদ। মুর্শিদ। অলিয়াম মোর্শেদা'। তাই বাবারা, তর্ক কইরেন না, তর্ক করে কোন ফল হবে না।

সারাদেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও অগণিত মানুষের ঢল, যেন এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল ফার্মগেটে। অসংখ্য নবী-রাসুল ও অলি আল্লাহদের রূহানি আত্মার মহা-মিলনের এই দ্বীনি মাহফিলে প্রতিটি আশেকান ও জাকেরান ভাই-বোনই মশগুল ছিলেন মুর্শিদের উছিলায় গুনাহ্ থেকে মুক্তি আর প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের পবিত্র শিক্ষা আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরি (একাগ্রতা) অর্জন করা। এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়া'লার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহর দিদার লাভের সহজ-সরল পথের সন্ধান পেয়ে সকলেই যেন নিজ নিজ জীবনের নানা হতাশা, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-ব্যাধির মধ্যেও খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের উছিলায় আল্লাহর রহমতে আশার আলো দেখতে পেলেন।

সিলেট থেকে আসা বাস কাফেলার এক জাকের ভাইজানের কাছে জানতে চাইলাম, আপনি কি এবার নতুন এসেছেন, নাকি আরও এসেছেন? তিনি বলেন- আমি এর আগেও অনেকবার আসছি। বাবার বাড়ির ওরছে না আসতে পারলে মনে শান্তি পাই না। এরপর জিজ্ঞেস করলাম কেন আসেন এখানে? এবার তিনি যা বললেন তাতে আমার বোধদয় হলো যে, সত্যি মানুষ তার আপন আপন পীরকে কত ভালোবাসেন, ঠিক তার চেয়েও বহুগুণ বেশি ভালোবাসেন মুরিদকে তাঁর পীর। নিখাদ ভালোবাসা যার কোন তুলনা হয় না। এরপর অপরিচিত এক জাকের ভাইজানকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনি কেন এসেছেন ওরছে? তিনিও অবাক করে দিয়ে বললেন, আমি ভাই সামান্য প্রেমিক, প্রিয়ার সাথে মিলন করতে এসেছি। জিজ্ঞেস করলাম আপনার প্রিয়া কে? দরবারের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন– আমার প্রিয়া,

৩-এর পাতায় দেখুন

কুতুববাগী কেবলাজানের উছিলায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত পেলাম

সাইফুল ইসলাম দীপক

কিছুদিন আগে মনে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা বোধ করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কী করব? অতঃপর সেই যন্ত্রণার অবসান হয়েছে আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে। সেই ঘটনাই আজকে বলবো। বেশ অনেক বছর ধরে আমার মুর্শিদগুরু খাজাবাবা কুতুববাগীর কাছে যাই। শুরু থেকেই আমি তাঁর কাছে শুনেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ)-এর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়। তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সঙ্গে তরিকার অজিফা আমল। আল্লাহর জিকির, ধ্যান-মোরাকাবা, মোশাহাদা ইত্যাদি। আমি কিছু কিছু আমল করার চেষ্টা করি। নামাজও পড়তাম, কিন্তু তা নিয়মিত ছিল না। যখন দরবার শরীফে যেতাম তখন নামাজ পড়তাম আবার বাইরে আসলে তেমন নামাজ পড়া হতো না। সত্য কথা বলতে কি, নামাজে আমার একপ্রকার অনিহা ছিল। কিছু মানুষ নানান কথা বলতো নামাজ নিয়ে। কেউ কেউ আমার মুর্শিদ কেবলাজানকে নিয়েও কটাক্ষ করতো। তারা বলতো, আপনার গুরু কি বলেছেন যে, নামাজ পড়ার দরকার নাই? এই রকম নানান কথা। আমি বিশেষ পাত্তা দিতাম না। ইচ্ছা হলে নামাজ পড়তাম, আবার ইচ্ছা না হলে পড়তাম না।

> আজ যেন সেই শান্তির ছোঁয়াই পেলাম! এ বছরের মতো পবিত্র মাহে রমজান শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু আমার অন্তর থেকে নামজের আগ্রহ হারিয়ে যায় নাই, এখনও আছে! আর নামাজ আদায় করলেই পরম এক শান্তির পরশ পাচ্ছি

আমার মনে হতো লোক দেখানো নামাজ পড়ে কি হবে? যখন ভিতর থেকে নামাজ পড়ার ইচ্ছা জাগ্রত হবে তখনই পড়বো। আরেকটা বিষয় হল, মাঝে মাঝে যখন অন্তরে নামাজ পড়ার ইচ্ছা জাগত, তখন নামাজ পড়লে পরম এক শান্তি অনুভব হতো। যা-ই হোক, এভাবেই কাটছিল সময়। কিন্তু এ বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে অন্তরে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা টের পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি যে নামাজ পড়ি না, তাতে আমার পীর কেবলাজানের বদনাম হচ্ছে। মানুষ মনে করে আমার পীর খাজাবাবা কুতুববাগী আমাদেরকে সঠিক শিক্ষা দেন নাই!

যেমন সন্তান খারাপ করলে পিতার বদনাম হয়, তেমনই ছাত্র খারাপ করলে শিক্ষকের বদনাম হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কোন দোষ নাই। তিনি তো সবসময় নামাজের শিক্ষাই দিচ্ছেন। তিনি নিজে তো সকল ফরজ, সুন্নত, নফল ইবাদত আমল করেন। এছাড়া মহান আল্লাহর সঙ্গে মিশে থাকার জন্য আধ্যাত্মবাদের যে কঠোর সাধনা তাও করে থাকেন। এবং কেবলাজানের মতো এত কঠোর পরিশ্রমী মানুষ আর দেখি নাই। আমি বিন্দু পরিমাণ বাড়িয়ে বলছি না। ইতিমধ্যে যারা খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের আদর্শকে জানেন তাঁরা আমার কথা বুঝতে পারছেন। অন্যরা হয়ত বুঝতে পারছেন না। খাজাবাবা কুতুববাগীর সঙ্গ লাভ করলে তবেই কিছু কিছু বোঝা যাবে, অন্যথায় সম্ভব না। এই সব ভাবছি আর অন্তরের ভিতর এক মহা দন্দ্ব চলছে। একদিকে লোক দেখানো নামাজও পড়তে পারছি না, অন্যদিকে মানুষ না বুঝে আমাকে দেখে আমার পীর কেবলাজানের বদনাম করছে। এখন কি করি? বুঝে উঠতে পারছি না। আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলাম। বললাম, হে আল্লাহ! আমার কারণে তোমার অলী-বন্ধুর বদনাম হচ্ছে। তুমি আমার অন্তরে নামাজের আগ্রহ তৈরি কর। তুমি আমাকে এই অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! তোমার এই মহান অলীর উছিলা ধরে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইলাম। তুমি কবুল কর।

অবশেষে এলো পবিত্র রমজানের প্রথম দিন। সাহ্রি খাবার পরেই ফজর নামাজ পড়ার একটা আগ্রহ বোধ করলাম। অজু করে নামাজ আদায় করলাম। মনে বেশ শান্তি অনুভব করলাম। নামাজের পর আমার মুর্শিদ কেবলার শিক্ষা অনুযায়ী পাক-কালাম ফাতেহা শরীফ ও খতম শরীফের আমল করলাম। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অফিসে চলে আসলাম। অফিসের কাজকর্ম করছি। যখনই জোহরের আজান হল তখন থেকেই মনের ভিতর কে যেন বললো– 'নামাজের সময় হয়েছে, নামাজ আদায় কর।'

তারপরও আমি কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু কাজ আর আগাচ্ছে না। মনের ভিতর অবিরত কে যেন বলে যাচ্ছে 'নামাজের সময় হয়েছে নামাজ আদায় কর।' আমি অজু করে নামাজ আদায় করলাম। নামাজে এক অদ্ভুত শান্তি অনুভব করলাম। মন স্থির হয়ে গেল। আমার পীর কেবলাজানের একটা কথা মনে পড়ল। খাজাবাবা প্রায়ই বলেন– 'বাবা, নামাজে এত শান্তি, তা যদি মানুষ বুঝতো তাহলে কখনই ইচ্ছা করে নামাজ ছাড়ত না।' আমার মনে হল, আল্লাহর রহমতে আজ যেন সেই শান্তির ছোঁয়াই পেলাম! এ বছরের মতো পবিত্র মাহে রমজান শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু আমার অন্তর থেকে নামজের আগ্রহ হারিয়ে যায় নাই, এখনও আছে! আর নামাজ আদায় করলেই পরম এক শান্তির পরশ পাচ্ছি। নামাজের ওয়াক্ত হলেই অন্তর

৩-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.